হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় নেওয়া হলো বিএটিবির সুপারভাইজার জিয়ারুলকে

বৃটিশ আমেরিকান ট্যোব্যাকো কোম্পানীর মেহেরপুর ডিপোর সুপারভাইজার জিয়ারুল ইসলামকে হেলিকাপ্টারযোগে ঢাকা নেওয়া হয়েয়ে।

আজ শুক্রবার বিকালের দিকে জিয়ারুল ইসলামকে মেহেরপুর থেকে একটি হেলিকপ্টারযোগে চিকিৎসার উদ্যেশ্যে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।

সুপার ভাইজার জিয়ারুল ইসলাম শুক্রবার সকালের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলিগরা তাকে সাথে সাথে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে। চিকিৎসকের পরামর্শে জরুরী ভিত্তিতে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় নেওয়া হয়।

ওয়াকওয়ের মাধ্যমে এটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত হবে —–জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাস ষ্ট্যান্ড ওয়াকওয়ের মাধ্যমে এটি দর্শনীয় হওয়া শুরু হয়ে গেলো। অল্পদিনের মধ্যেই স্থানটিকে একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত করা হবে।

শুক্রবার বিকালের দিকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন শহরের পুরাতন বাস ষ্ট্যান্ড ওয়াকওয়ের নাম ফলক উন্মোচন উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন। এ সময় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন

বিশ্বাস।

এছাড়া রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ফুটবলে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বালিকা দল ফাইনালে

গাংনী উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৪৯ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবল বালিকাতে বামন্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ১-০ গোলে পরাজিত করে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বালিকা দল বিজয়ী হয়। একই দিন ফাইনাল খেলায় জোতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ৭-৬ গোলে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করে।

শুক্রবার সকালে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৪৯ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলে ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ কোয়াটার ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বন) সকালে ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে কে আর আর এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে।আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২-০ গোলে বলিয়ারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে। কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে কলমিজোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এবং মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ২-০ গোলে আমঝুপি আলিম মাদ্রাসাকে পরাজিত করে কোয়াটার ফাইনালে উঠেছে।

গাংনীতে পাঁচকেজি গাঁজাসহ আটক ১

সোহরাব হোসেন (৩৮) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে পাঁচ কেজি গাঁজা।

আজ শুক্রবার দুপুর দেড়টার দিকে মেহেরপুরের গাংনীর ভবানীপুর ক্যাম্প পুলিশের একটি টীম তাকে হাড়াভাঙ্গা কাদের মোল্লা মোড় থেকে আটক করে। সোহরাব হোসেন গাংনী উপজেলার রামনগরের মোস্তফার ছেলে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, একজন মমাদক কারবারী সীমান্ত এলাকা থেকে গাঁজা নিয়ে হাড়াভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে আসছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান এসআই জহির ও সঙ্গীয় ফোর্স। এসময় সোহরাব হোসেনের কাছে রাখা একটি ব্যাগে তল্লাশী চালিয়ে পাঁচ কেজি গাঁজা পাওয়া গেলে তাকে আটক করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের সাপেক্ষে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়।

খায়েস মিটতে দিলেন না বেরসিক জনতা

খায়েস মিটতে দিলেন না বেরসিক জনতা। প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে পরোকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে অসামাজিক কাজ করতে গিয়ে গ্যাঁড়াকলে পড়েন ওয়াসিম রানা (২৫)। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে শিকল তুলে দিয়ে আটকিয়ে ফেলেন তারা। অবশেষে ওয়াসিম রানা ও ওই প্রবাসীর স্ত্রীর ঠাই হলো শ্রী ঘরে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে। পরে স্থানীয়রা সদর থানায় খবর দিলে পুলিশের একটি টিম তাদের উদ্ধার করে জিডি মুলে আদালতে সোপর্দ করেন।

সদর থানার এসআই হাবিব জানান, রাধাকান্তপুর গ্রামের বাবর আলীর ছেলে ওয়াসিম রানা একই গ্রামের প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে পরোকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ওয়াসিম রানা তার পরোকীয়া প্রেমিকের ঘরে ঢুকলে স্থানীয়রা তাকে আটকিয়ে ফেলে। খবর দিলে তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে সদর থানায় একটি জিডি করা হয়। জিডির নং ৪৭১, তারিখ ০৯/০৯/২০২২ ইং

শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকালের দিকে তাদের দুজনকেই আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদাতে মোবাইল আসক্ত সন্তান, দিশেহারা অভিভাবকরা

করোনা মহামারির কারণে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘদিন ধরে চলছে অনলাইনে লেখাপড়া। ওই সুযোগে অভিভাবকের উদাসীনতায় অনলাইনের অবাধ ব্যবহারে উঠতি বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রি ফায়ার বা পাবজি নামক গেম আসক্তিতে।

এসব গেম যুব সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় ধীরে ধীরে তাদের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যয়বহুল এই গেমস হয়ে উঠেছে বই বিমুখ ছাত্রদের অবসর বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু।

এখন অভিভাবকদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনে বিভিন্ন ধরনের গেমে আসক্তদের খাওয়া-ঘুম তো নেই-ই বরং তাদের সময় নেই কারোর সঙ্গে গল্প বা কথা বলার। এভাবে দিন দিন বর্তমান যুব সমাজের তরুণ তরণীরা প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে শারীরিক ও মানসিকভাবে।

এসব খেলার এক একটা চরিত্র কিনতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় তাদের। এই

অর্থ তারা কোথা থেকে সংগ্রহ করে তা নিয়েও আতঙ্কিত অনেক অভিভাবক।

ছোট বাচ্চারা বাবা-মার কাছে জেদ ধরে টাকা আদায় করে। না দিলে আত্মহত্যার ঘটনা পর্যন্ত ঘটাচ্ছে হরহামেশাই। মায়ের সঙ্গে অনেকের বাগবিতন্ডার জেরে মারামারি বা অন্য ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, ‘অনেক ছেলে-মেয়েরা অনলাইন ক্লাসের নাম করে নতুন মোবাইল কিনেছে। কিন্তু ক্লাসে তাদের বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। ’

একজন কলেজ শিক্ষক বলেন, এভাবে চলতে দেওয়াটা ভালো ফল বয়ে আনবে না। দেশ, সমাজ, জাতি অতিদ্রত ধ্বংসের কবলে পড়তে যাচ্ছে। ব্লু- হোয়েলের মতো ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়ার আগেই এই খেলা বন্ধ করা দরকার। সরকারের উচিত এই ব্যাপারেটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা।

আরিফুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক বলেন, অনেক সময় পিতামাতা বা অভিভাবকদের উদাসীনতায় এব তাদের প্রতি খেয়াল না রাখায় সন্তানেরা ঝরে পড়ছে।

তিনি বলেন, দামুড়হুদায় ইদানীং নিজেরা একটু ফ্রি থাকার জন্য, সন্তানদের শাষণ-বারণ ভুলে গিয়ে পিতামাতা তাদের সন্তানদের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্ট ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি।

রাসেল আহম্মেদ নামের এক শিক্ষক বলেন, বাচ্চারা এখন ফ্রি-ফায়ার, পাবজি’র মত গেইম খেলে। অনেক বাবা-মা তার সন্তানকে নিয়ে সাফাই গেয়ে বলেন, ছেলেটা মোবাইল হাতে না দিলে কিছুই খায়না। তাই বাচ্চারা এখন স্মার্ট ফোনে ফ্রি-ফায়ার অথবা মোটু-পাতলু,কার্টুন নিয়ে ব্যাস্ত। ভার্চুয়াল জগৎ অপ্রাপ্তবয়সের একটা শ্রেণীকে একেবারেই গ্রাস করে ফেলেছে।

ক্রিকেট ফুটবল খেলার মাঠগুলো এখন খা খা করছে। কোন খেলোয়াড় নেই। খেলার মাঠগুলো’র চাইতে বাঁশবাগান, কলাবাগান আর ঝোপঝাড়ের মধ্যো শিশু-কিশোরদের ভিড় বেশি লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে এ যেন মূল্যবোধ এর চরম অবক্ষয় পরিশেষে পিতামাতা,পরিবার,সরকার এবং প্রশাসন এর উচিত এই অবক্ষয়ের দিকে জোর নজরদারী করা এবং সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই বিষয়ে জয়রামপুর গ্রামের আজাদ আলী বলেন, আমার ছেলে রাত দিন ২৪ ঘন্টা মোবাইল গেমস নিয়ে পড়ে থাকে। এজন্য তাকে অনেক মারধর করেছি।

তাতে কোনো লাভ হয়নি। কিছু বলতে গেলে বাড়ি থেকে চলে যায়। তিনি আরো বলেন আপনারা সাংবাদিক প্রশাসনের বলে একটু ভয়ভীতি দেখিয়ে ভালো করার ব্যবস্থা করেন।

জয়রামপুর কাঁঠাল তলার অভিভাবক আব্দুল সামাদ বলেন, আমার ছেলে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। বর্তমানে সে আর স্কুলে যায় না। সব সময় মোবাইলে গেমস খেলা নিয়ে পড়ে থাকে। কিছু বললে সে এখন আত্মহত্যার হুমকি দেই। এখন এই ভয়ে আর কিছু বলতে পারিনা।

এই বিষয়ে ডুগডুগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের প্রধান শিক্ষক আকবর আলি বলেন, আমার কাছে অনেক জন ফ্রি ফায়ার পাবজি গেমস খেলার বিষয়ে বলেছে। আমি স্কুলে যাওয়ার পথেও আমার স্কুলের ছেলেরা রাস্তার ধারে বসে খেলা করতে দেখেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী আইন শৃঙ্খলা মিটিং এ এই বিষয়ে উপস্থাপনা করবো। এছাড়া আমার বিদ্যালয়ের মা সমাবেশ অনুষ্ঠানেও সকল অভিভাবকদের এই বিষয়ে আলোচনা করবো।

উর্মী হত্যার বিচার দাবীতে গাংনী ও মেহেরপুরে মানববন্ধন

গাংনী শহরে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিশাত তাসনিম উর্মীকে হত্যার বিচার দাবীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বাজারের উপর এবং মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে পৃথকভাবে প্রায় এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর স্ট্যাডিজ বিভাগের পরিচালক মিঠুন মুস্তাফিজুরের নির্দেশে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর স্ট্যাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা এই মানববন্ধনের আয়োজন করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ফোকলোর স্ট্যাডিজ বিভাগের শিক্ষক ড. এরশাদুল হক, উর্মীর সহপাঠি তানভীর হাসান, শামীম রেজা, এসএম সুইট, রাইহানা নিগার রিনি প্রমুখ।

তারা উর্মীর খুনি স্বামী আশিকুজ্জামান প্রিন্সের দৃষ্টান্ত বিচার এবং এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতেদের গ্রেফতার ও বিচার দাবী করেন।

আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উর্মী হত্যার বিচার দাবীতে ফোকলোর স্ট্যাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন ও সমাবেশ করবেন বলে জানান শিক্ষক ড. এরশাদুল হক।

মুজিবনগরে পর্ণোগ্রাফী ও ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি সম্রাট গ্রেফতার

মুজিবনগরে পর্ণোগ্রাফী ও নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় সম্রাট আলী (১৯) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছে থানা পুলিশ। সম্রাট আলী মুজিবনগর উপজেলার বাবুপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার আবরুল ইসলামের ছেলে।

গত বুধবার (৭সেপ্টেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে আবরুল ইসলামের বাড়িতে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। মুজিবনগর উপজেলার বাবুপুর গ্রামের নবম শ্রেনীতে পড়ুয়া এক স্কুল ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভনে তুলে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েকদিন যাবৎ ধর্ষণ শেষে নগ্ন ভিডিও ধারণ করে ইমু ও ম্যাসেঞ্জার ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ ছড়ানোর অপরাধে ওই ছাত্রী একটি মামলা করেন। ধারা ৮(১), ৮(২) ৮(৩) ২০২০ সালের পর্ণোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইন তৎসহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৭/৯(১) ধারায় মামলাটি করা হয়। যার মামলা নং ৪, তারিখ ০৭-০৯-২০২২ ইং। মামলার প্রধান আসামি একই গ্রামের আবরুল ইসলামের ছেলে সম্রাট আলী ও দ্বিতীয় আসামি তার বন্ধু মো: লালুর ছেলে মকলেস (২০)।

মামলার বাদী ওই ভিকটিম তার এজাহারে অভিযোগ করেন, প্রধান আসামি সম্রাট আলী আমার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে গত জুন মাসের ২ তারিখে মহাজনপুর থেকে আমাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গার বাজারের কাছে একটি বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে পুর্বপরিকল্পিতভাবে কাগজে সই করিয়ে নেই। এবং বলে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর আমি তাকে নিয়ে আমার বাবার বাড়ি চলে আসি। বাবার বাড়িতে সে তিন দিন যাপন করে। এসময় স্বামী স্ত্রী হিসেব আমরা শারীরিক মেলাশা করি। এরপর সে চলে যায়। প্রায় তিন মাস আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেই।

এরপর আবারো গত ১৫ আগষ্ট আমার সাথে যোগাযোগ করে। আমি তাকে নিয়ে মহাজনপুর গ্রামে আমার খালু বনমালি’র বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে রাত্রি যাপন করি। সে রাতে আমার সাথে মেলামেশা করেন। এক পর্যায়ে সে অসৎ উদ্দেশ্যে আমাকে বিবস্ত্র করে তার মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করে। ওই দিন চলে আসলেও পরবর্তিতে চলতি মাসের ২ তারিখে প্রতিবেশীরা জানায় সম্রাট তার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমার নগ্ন ভিডিও ম্যাসেঞ্জার ও ইমুর মাধ্যমে বিভিন্ন ম্যাসেঞ্জার ও ইমু গ্রুপে ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে কলঙ্কিত করেছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, ভিকটিমের লিখিত অভিযোগ যাচাই বাছাই করে তদন্ত করে মামলাটি নথিভূক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অভিযান চালিয়ে মামলার প্রধান আসামি সম্রাটকে গ্রেফতার করে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বাকি আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। এছাড়া ভিকটিমকে উদ্ধার করে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেফতার ও যে মোবাইল ফোন থেকে ভিডিও ধারণ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়েছে সেই ডিভাইচটি জব্দ করে ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

রানির মৃত্যুতে বাংলাদেশে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক

ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে আজ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা

করেছে সরকার।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে শুক্রবার থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন দিন বাংলাদেশের সব সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোয় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।

রানির মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। পৃথক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী রানির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

এর আগে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকালে স্কটল্যান্ডের বালমোরাল প্যালেসে ৯৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

গাংনীর নিহত ইবি ছাত্রীর পিতার মামলা, স্বামী গ্রেফতার

গাংনী শহরে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিশাত তাসনিম উর্মীকে হত্যার অভিযোগে স্বামী আশিকুজ্জামান প্রিন্সকে গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ।

নিহত উর্মীর পিতা গোলাম কিবরিয়া বাদী হয়ে হত্যার অভিযোগ এনে থানায় লিখিত এজাহার দেন। এর পরপরই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আশিকুজ্জামান প্রিন্স গাংনী শহরের কাথুলি মোড় এলাকার বিশিষ্ট হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী পদ্ম্যা এন্টারপ্রাইজের সত্বাধিকারী হাসেম শাহ’র ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আশিকুজ্জামান প্রিন্স মাদকাসক্ত। বিভিন্ন কারনে অকারণে তার স্ত্রী উর্মীকে মারধর করতেন। গত রাতে তাকে হত্যা করে আত্মহত্যার নাটক সাজানোর চেষ্টা করেছিল প্রিন্স।

উল্লেখ্য, মেধাবী ছাত্রী নিশাত তাসনিম উর্মী ও তার স্বামী প্রিন্স ভালবাসার সম্পর্ক করে প্রায় চার বছর বিয়ে করে। তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান রয়েছে।